29/8/2002

তারিখ ...
পৃঃ ৬ কলাম ৭

প্রথম আলো

রাজশাহী কেন্দ্রে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়ম কেন?

আমার বাড়ি রাজশাহীতে। স্কুল, কলেজ এবং মেডিকেল কলেজের পড়াশোনা রাজশাহীতে। রাজশাহীর প্রতি দুর্বল হওয়াটাই স্বাভাবিক। মেডিকেল ভর্তি ২০০১-এর অনিয়ম নিয়ে লিখব কি লিখব না এমন করতে করতে অনেক দিন হয়ে গেল। বিবেকের কাছে দগ্ধ হতে থাকলাম এবং মনে হলো আমি আমার মেয়ের প্রতি অবিচার করছি।

এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষাগুলোর মধ্যে কঠিনতম পরীক্ষাটি ছিল ২০০১। পরীক্ষার প্রশ্নগুলো দেখলে বোঝা যায়, ১০০টি প্রশ্ন পড়ে বুঝে সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া ভীষণ কঠিন ব্যাপার। এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার। তাদের মধ্যে ১ হাজার ৪৫০ জন ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছে এবং তারা বর্তমানে প্রথম বর্ষ এমবিবিএসের ছাত্রছাত্রী।

এ বছরের ভর্তি পরীক্ষায় রাজশাহী কেন্দ্রে যারা পরীক্ষা দিয়েছে তারা ঢাকা ও সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ প্রায়ই দখল করে নিয়েছে। সারা দেশের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মাত্র ১৭ জন ভর্তি পরীক্ষায় ৮০ নম্বর বা তার বেশি পেয়েছে, এদের মধ্যে ১৬ জন পরীক্ষা দিয়েছিল রাজশাহী কেন্দ্রে। ৮০ নম্বর বা তার বেশি যদি খুব ভালো বলতে হয় তাহলে ১৬ জন (৯৪%) পরীক্ষার্থী যেহেতু রাজশাহী থেকে সে জন্য আমার গর্ব হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন জানলাম এই ১৬ জনের বেশির ভাগের এসএসসি ও এইচএসসিতে মোট নম্বর হলো ১ হাজার ২৫০ থেকে ১ হাজার ৩৫০ নম্বরের মধ্যে তখন দুঃখে-বেদনায় জর্জরিত হলাম কারণ আমার মেয়ে এবং মেয়ের বান্ধবী যাদের নম্বর ১৭০০-১৭৫০-এর মধ্যে তাদের অনেকেই ঢাকা মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পায়নি। আবার অনেককেই ঢাকার বাইরের মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে হয়েছে। অনেক মায়ের কান্না আমি দেখেছি, তবে খুব কমই প্রতিবাদ দেখেছি।

বোমা ফাটিয়ে মানুষ হত্যা করার পরেও আস্তে আস্তে সব চাপা পড়ে যাচ্ছে। হত্যা, চুরি, ডাকাতি, ভাঙচুর ও ধ্বংসাত্মক কাজগুলো আমরা সয়ে নিতে নিতে মেনে নিচ্ছি। অন্যায়ের প্রতিবাদ দিনে দিনে ছোট হয়ে আসছে। গুজব শোনা যাচ্ছে, টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন ও উত্তর রাজশাহীতে বিক্রি হয়েছে। রাজশাহীর পাড়ায় পাড়ায় এসব অনিয়ম নিয়ে পোস্টারিং করা হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে মানুষের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা যাদের পেশা তারা যদি এভাবে এ পেশায় আসে এবং এই পেশার সঙ্গে জড়িতরা যদি এমন কাজগুলো করতে থাকে তাহলে আমাদের হারানোর আর বাকি থাকল কী? চিকিৎসার মতো মহৎ পেশাকে যারা কলঙ্কিত করছে তাদের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া দরকার। অসাধুদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি সব বিবেকবান মানুষের হওয়াটাই স্বাভাবিক।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
এক ভুক্তভোগীর পিতা।